খবরে প্রতিবাদ

www.khabarepratibad.com

Khabare Pratibad ● Agartala ● 3 rd Year ● Issue - 91 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 15 May, 2026 ● ৩১ বৈশাখ, শুক্রবার, ১৪৩৩ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মুল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

রাজ্যে বিজেপি ও সিপিআইএম কে টপকে শীর্ষে জাতীয় কংগ্রেস

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ বর্তমান সময়ে দাড়িয়ে ডিজিটালাইজেশানের যুগ চলছে। আর এই ডিজিটাল যুগে হাতে মোবাইল ফোন এবং সামাজিক

যোগাযোগ মাধ্যমই হয়ে উঠেছে বার্তা আদান প্রদান ও স্বাধীন ভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করার অন্যতম প্ল্যাটফর্ম। সে জায়গায় দাড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কার কত বেশি অনুগামী (ফলোয়ার) তাঁর ভিত্তিতেই বিচার করা হয়ে থাকে ব্যক্তি কিংবা দলের জনপ্রিয়তা। দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাথে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে ও এই সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। সে জায়গা থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোন রাজনৈতিক দলের কত ফলোয়ার সেটা ও একটা বিচার্য বিষয় অনেকের কাছেই। অর্থাৎ সামাজিক মাধ্যমে কোন রাজনৈতিক দল কে মানুষ বেশি পছন্দ করছেন তাঁর একটা আনুমানিক হিসেব করা জেতেই পারে। ত্রিপুরার বুকে প্রধান রাজনৈতিক দল বলতে বর্তমানে শাসক শিবিরে বিজেপি , বিরোধী শিবিরে সিপিআইএম এবং কংগ্রেস ও আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা। যদিও মথা বিজেপির সাথেই সরিকে আছে। তো, সোশ্যাল মিডিয়া তে উক্ত রাজনৈতিক দল গুলির ঠিক কত পরিমান অনুগামী রয়েছে তাঁরই একটা হিসেব করা যাক। রাজ্যে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা সিপিআইএম এর অফিশিয়াল ফেসবুক পেইজে ফলোয়ার আছে ৫ লক্ষ ২৮ হাজার ফলোয়ার। ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসা ও বর্তমানে ক্ষমতাসীন বিজেপির ফেসবুকে ফলোয়ার আছে ৭ লক্ষ ১৫ হাজার। অন্যদিকে এই উভয় কেই ছারিয়ে গিয়ে শীর্ষে রয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস যাদের ফেসবুকে ফলোয়ার আছে ৯ লক্ষ ৬০ হাজার যা আর অল্প কিছু হলেই প্রায় ১০ লাখ অর্থাৎ ১ মিলিয়ন ছুই ছুঁই। এই অংক হিসেব করলে দেখা যাবে কংগ্রেস দলই রাজ্যে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে। দ্বিতীয় বিজেপি এবং তৃতীয় সিপিআইএম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, সোশ্যাল মিডিয়া এবং বাস্তব জগত কি একই হিসেবে চলে ? সামাজিক মাধ্যমে ফলোয়ার এর দৌড়ে দ্বিতীয় হলেও ক্ষমতায় থেকে গত ৮ বছর ধরে রাজত্ব চালাচ্ছে বিজেপি। আর ৩য় স্থানে থাকা সিপিআইএম এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঘুরে দাঁড়াবার। এদিকে শীর্ষে থাকা কংগ্রেস — কোনো ক্রমে খুড়িয়ে খুড়িয়ে চলছে। যেন কোনো মতে প্রান টুকু বেঁচে আছে। আর তাঁর স্পষ্ট প্রতিফলন চোখে পরে কংগ্রেসের যে কোনো সভা কিংবা রাজ্য স্তরীয় সম্মেলনে। যেখানে লক্ষ তো দূর কয়েক হাজার লোকের দেখা পাওয়া ও বিরল। তাই, সব সময় সোশ্যাল মিডিয়ার ফলোয়ার এর অংকের নিরিখে বোধয় কারো জনপ্রিয়তা বিচার করা যায়না। বাস্তবতা তাঁর থেকে অনেকটাই বিপরীত।

সীমান্ত পেরিয়ে দেশে ফিরল নিখোঁজ যুবকের মৃতদেহ

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ *আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সীমান্ত পেরিয়ে অবশেষে দেশে ফিরল নিখোঁজ যুবক নিত্যানন্দ মালাকারের মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার কৈলাসহরের মনু ল্যান্ড কাস্টমস দিয়ে মৃতদেহ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি), বাংলাদেশ পুলিশের আধিকারিকরা, কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। মৃত নিত্যানন্দ মালাকারের মা, ভাই ও আত্মীয়-পরিজনেরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জানা যায়, কৈলাসহর পুর পরিষদের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাপুর এলাকার বাসিন্দা নিত্যানন্দ মালাকার, বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। পরিবারে রয়েছেন তাঁর বৃদ্ধা মা, চার ভাই ও বৌদিরা। মৃতের বড় ভাই জানান, গত ৯ মে নিত্যানন্দকে তাঁর দুই বন্ধু মনতোষ মালাকার ও বিজয় নম ফোন করে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান নিত্যানন্দ। পরিবারের পক্ষ থেকে বহু খোঁজাখুঁজির পর কৈলাসহর থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়। এদিকে নিত্যানন্দের দুই বন্ধুর কাছে তাঁর খোঁজ জানতে চাইলে তারা কিছুই জানে না বলে দাবি করে। এরই মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে খবর আসে যে, বাংলাদেশের কুলাউড়া থানার অধীন মনু নদী থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই পরিবারের সদস্যরা প্রাথমিকভাবে মৃতদেহটি নিত্যানন্দ মালাকারের বলে শনাক্ত করেন। পরে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। বৃহস্পতিবার বিকেলে সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া মেনে বাংলাদেশ পুলিশ ও বিজিবির উপস্থিতিতে মনু ল্যান্ড কাস্টমস দিয়ে মৃতদেহ কৈলাসহরে নিয়ে আসা হয়। পরে নিত্যানন্দের ভাই ও পরিবারের সদস্যরা মৃতদেহ শনাক্ত করেন। এই প্রসঙ্গে কৈলাসহর থানার ওসি তাপস মালাকার জানান, মৃতদেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।*

প্রেমের ফাঁদ পেতে নারী পাচার কাণ্ডে অভিযুক্ত মধুপুরের শফিক

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ প্রথমে প্রেমে জ্বালে ফাঁসায় এর পর বহিঃ রাজ্যে সেই প্রেমিকাকেই পাচার করে দেয়। গাঙ্গুবাই কাঠীয়াবাড়ি সিনেমায় আলিয়া ভাট কে যেভাবে প্রেমের ছলনায় ফাঁসিয়ে বহিঃ রাজ্যে নিয়ে যায় তাঁর প্রেমিক এবং কিছু টাকার বিনিময়ে তাকে বিক্রি করে দেয়, সেই সিনেম্যাটিক কায়দা তে যে ত্রিপুরা রাজ্যেও নারী পাচার কাণ্ড চলছে তা হয়তো অনেকের কাছের অলীক কল্পনা সম। কিন্তু বাস্তবেই ঘটছে এধরনের ঘটনা। তারই এক প্রমান মিলেছে এবার মধুপুর থেকে। ভালোবাসার সম্পর্কে জড়িয়ে বহিঃরাজ্যে গৃহবধূদের পাচার করার এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের মধুপুর এলাকায়! অভিযুক্ত যুবকের নাম শফিক মিয়া, বাড়ি মধুপুর ব্রজেন্দ্র নগর এলাকায় বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত শফিক মিয়া সহজ-সরল গৃহবধূদের সাথে প্রথমে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই সম্পর্কের সুযোগ নিয়েই সে মহিলাদের ফুসলিয়ে রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাচার করে দেয়, এমনটাই অভিযোগ। এবার এই অসামাজিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে হিন্দু নাগরিক সমাজ। সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অরূপ হালদার এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানান পরিকল্পিতভাবে মা-বোনদের টার্গেট করছে শফিক এর মত লোকেরা। প্রেমের অভিনয় করে তাঁদের বহিঃরাজ্যে বিক্রি করে দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ মেনে নেওয়া যায় না। শফিক মিয়ার মতো ব্যক্তিদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে বলে প্রশাসনের নিকট আর্জি জানান তিনি। এই নিয়ে এক গৃহবধূ সবিস্তারে জানান এবং কিভাবে শফিক মেয়েদের বা মহিলাদের ফুঁসলিয়ে নিয়ে যায় সেই ঘটনার ও বিবরন দেন। বর্তমানে এই ঘটনায় অভিযুক্ত শফিক এর বিরুদ্ধে কড়া আইনি ব্যাবস্থা গ্রহনের দাবি উঠছে।

আকাশছোঁয়া স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রী তৃষা

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর কঠোর পরিশ্রম থাকলে অভাব যে সাফল্যের পথে বাধা হতে পারে না, তার প্রমাণ দিলেন বাশপুকুরের তৃষা দেবনাথ। বাবা পেশায় একজন সাধারণ গাড়ি চালক, কিন্তু মেয়ের স্বপ্ন ছিল আকাশছোঁয়া। উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফলে সেই স্বপ্নেরই প্রতিফলন ঘটল। ৪৪৫ নম্বর পেয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টি করলেন তৃষা। বাঁশপুকুর এলাকার বাসিন্দা দীপক দেবনাথের মেয়ে তৃষা দেবনাথ। বর্তমানে মেলাঘরের একটি ভাড়া বাড়িতে থেকে জীবনযুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। বাবা দীপক বাবু একজন পেশাদার ড্রাইভার। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে যা উপার্জন করেন, তা দিয়ে মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালানো ছিল এক প্রকার যুদ্ধের মতো। কিন্তু আজ তৃষার সাফল্য সেই সব কষ্টকে হার মানিয়েছে। ''পিএম শ্রী মেলাঘর ক্লাস টুয়েলভ বালিকা বিদ্যালয়'' থেকে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল তৃষা। ফলাফল বেরোতেই দেখা যায়, তার ঝুলিতে এসেছে মোট ৪৪৫ নম্বর। আশ্চর্যের বিষয়

হলো, প্রতিটি বিষয়েই তিনি ৮৯-এর বেশি নম্বর পেয়েছেন। নিজের সাফল্য প্রসঙ্গে তৃষা জানান, 'এই অভাবের সংসারে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া খুব একটা সহজ ছিল না। বাবা গাড়ি চালিয়ে আমার সব আবদার মেটানোর চেষ্টা করেছেন। আমার এই সাফল্যের পেছনে বাবা-মা এবং আমার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পাশাপাশি গৃহ শিক্ষকদের অনেক বড় অবদান রয়েছে। ভবিষ্যতে আমি মাস্টার ডিগ্রি অর্জন করতে চাই এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে চাই।' অন্যদিকে, তৃষার গৃহ শিক্ষকও তার এই সাফল্যে অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি জানান, তৃষা অত্যন্ত মেধাবী এবং পরিশ্রমী ছাত্রী, এই ফলাফল তারই যোগ্য সম্মান। তৃষার এই অদম্য লড়াই মেলাঘর তথা গোটা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক অনুপ্রেরণা।

ঘাতক পাঞ্জাব বডি ট্রাক ঢুকে ক্ষতি গ্রস্থ এক বসত বাড়ি

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ *রাতের বেলা নিশ্চিন্তে ঘরের বিছানায় শুয়ে ঘুম টুকু হওয়া ও যেন এখন*

দায়। রাতের আঁধারে মেইন রোড থেকে গাড়ি ছিটকে ঢুকে পরতে পারে আপনার আমার বসত ঘরে। ভাবলেও গা শিউরে উঠে। কিছুদিন পূর্বে গোমতী জেলায় এমনি এক ঘটনায় এক বৃদ্ধার প্রান যায়। এবার প্রান হানী না ঘটলেও বসত ঘর একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ঘটনায় আতংকের পাশাপাশি জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে জনমনে। প্রসঙ্গত, রাতের আধারে এক বাড়িতে ঢুকে যায় একটি পাঞ্জাব বডি ট্রাক গাড়ি। বোধজংনগর থানাধীন এলাকায় গভীর রাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়েটট্র ০১ ক্ক ১৬৪৮ নম্বরের গাড়িতে এক বাড়িতে ঢুকে পড়ে। গাড়ির ধাক্কায় বাড়ির বাউন্ডারি ঘেঁষে থাকা সুপারি গাছ ভেঙ্গে পরে বসত ঘরের উপর। এদিকে গাড়িটি সোজা গিয়ে একটি বিল্ডিং এ আঘাত করে। এতে ঐ ঘর টি ও ক্ষতির শিকার হয়। জানা যায় লরি চালক মদমত্ত অবস্থায় ছিল। দুর্ঘটনার সময় ঘরটিতে কেউ না থাকায় অল্পেতে প্রান রক্ষা হয়। পরে স্থানীয়রা গাড়ির চালককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। বাড়ির মালিক সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাঁর এই ক্ষতির আর্থিক ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

মন্ত্রী রতন কে সাথে নিয়ে লেফুঙ্গা পরিদর্শনে এডিসির সিইএম রুনিয়েল

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ লেফুঙ্গা এলাকায় উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী রতন লাল নাথ এবং ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়া অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (এডিসি)-এর নবনির্বাচিত মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা। এদিন তাঁরা লেফুঙ্গায় নির্মীয়মাণ মডেল মার্কেট ঘুরে দেখেন এবং এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, লেফুঙ্গায় ওপেন জিম, ইনডোর খেলার মাঠ নির্মাণ, গামছা কোবরা বাজারকে আধুনিক বাজারে রূপান্তরিত করা সহ একাধিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন, এডিসির নবনির্বাচিত মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মার নেতৃত্বে গোটা এডিসি এলাকাসহ লেফুঙ্গার উন্নয়নে আরও গতি আসবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নের কাজ ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অন্যদিকে, এডিসির সিইএম রুনিয়েল দেববর্মা পরিদর্শন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মন্ত্রী রতন লাল নাথের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, এডিসি ও নন-এডিসি উভয় এলাকায় কৃষি, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে মন্ত্রীর উদ্যোগ প্রশংসনীয়। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

জ্বালানি সাশ্রয়ে ব্যাটারি চালিত টমটমে মহাকরণে মন্ত্রী রতন লাল নাথ

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে এবার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। সরকারি এসকর্ট ও গাড়িবহর ছেড়ে ব্যাটারি চালিত টমটম রিকশায় করে নিজ বাড়ি থেকে মহাকরণে পৌঁছান তিনি। মন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রার আহ্বানে সাড়া দিয়েই তিনি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, জ্বালানি সাশ্রয় এবং দেশের স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কারণ, দেশে জ্বালানি নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য রয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ কমাতে আমাদের সকলকেই সচেতন হতে হবে। ছোট ছোট উদ্যোগ থেকেই বড় পরিবর্তন সম্ভব। তিনি আরও বলেন, ব্যাটারি চালিত যানবাহনের ব্যবহার বাড়লে একদিকে যেমন জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমবে, তেমনি পরিবেশও অনেকটাই দূষণমুক্ত থাকবে। তিনি জানান, গতকাল থেকেই তিনি এসকর্ট ব্যবহার বন্ধ করেছেন। এখন থেকে কাছাকাছি যাতায়াত কিংবা জনসংযোগমূলক সফরে যতটা সম্ভব তাঁর সঙ্গী হবে প্রিয় বাইসাইকেল।

ড্রেনেজ সমস্যা নিরসনের অভাবে স্বল্প বৃষ্টিতেই জলমগ্ন বিশালগড়ের মূল সড়ক

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ *স্বল্প বৃষ্টিতেই প্লাবিত হচ্ছে রাস্তা। ভুগছেন আশে পাশে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে পথচারীরা। নিরুপায় হয়ে অবশেষে সংবাদ মাধ্যম কে অসুবিধার কথা জানিয়ে অতিসত্বর সমস্যা নিরসনের দাবি জানালেন ভুক্তভোগীরা। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার দুপুরে স্বল্প কিছু ক্ষনের ব্রিস্তি পাতের পরেই বিশাল গর নারি মঙ্গল সংলগ্ন রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পরে। বিশালগড়ের মূল সড়ক পথের দুই ধারে সঠিক ড্রেনেজ তথা জল নিশকাশনি ব্যবস্থা না থাকার ফলেই প্রতিবার এই সমস্যা হচ্ছে। অত্যধিক বৃষ্টি তে জল ঢুকছে দোকান গুলিতে। তাই অতিসত্বর জল নিস্কাশনি ব্যবস্থা সচল করে এই সমস্যা নিরসনের দাবি জানালেন এদিন সড়ক সংলগ্ন ব্যবসায়ীরা।*

আমতলী থানার পুলিশের জালে দুই ছিনতাইবাজ, উদ্ধার সোনার চেইন

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ আমতলী থানার পুলিশের জালে দুই ছিনতাইবাজ, উদ্ধার সোনার চেইন রাজধানীর আমতলী থানার পুলিশের তৎপরতায় দুই ছিনতাইবাজকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে এক মহিলার গলা থেকে ছিনতাই হওয়া সোনার চেইনও উদ্ধার করেছে পুলিশ ।জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে মঞ্জু মুন্ডা নামে এক মহিলা ব্যাংকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকায় পৌঁছান, তখন দুই দুষ্কৃতী আচমকা তাঁর গলা থেকে একটি সোনার চেইন ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করে। ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন ।এরপর খবর দেওয়া হয় আমতলী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযান চালিয়ে দেবব্রত দত্ত ও বিজয় সরকার নামে দুই অভিযুক্তকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া সোনার চেইনটিও উদ্ধার করা হয়।

সম্পাদকীয়

৩ বর্ষ, শুক্রবার, ৩১ বৈশাখ, ১৪৩৩ বাংলা

ওয়ার্ক ফ্রম হোম করে জ্বালানি সাশ্রয় এবার ত্রিপুরায়

জ্বালানি সাশ্রয়ে বড় পদক্ষেপ! প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে ত্রিপুরায় সরকারি কর্মীদের জন্য চালু হলো "ওয়ার্ক ফ্রম হোম"। গ্রুপ সি ও ডি কর্মীদের জন্য ৫০ শতাংশ হাজিরার নয়া নিয়ম ও ডিউটি রোস্টার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্প্রতি জ্বালানি খরচ হ্রাস করার জন্যে দেশবাসীর কাছে একগুচ্ছ বার্তা দিয়েছেন, সাথে সাথে নিজের নিরাপত্তা বলয়ের গাড়ি হ্রাস করার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন। মাত্র তিনদিন আগেই এক বছর সোনা না কেনা, ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার কমিয়ে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করা, ওয়ার্ক ফ্রম হোম পুনরায় চালু করা, বৈদেশিক ভ্রমণ বন্ধ করে দেশীয় পর্যটন ক্ষেত্রে যাওয়া, আমদানি নির্ভরতা কমাতে ভোজ্য তেল ব্যবহার হ্রাস করা সহ একগুচ্ছ নির্দেশাবলী দেশবাসীর কাছে রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইতোমধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী নির্দেশনা জারি করা হলো। যেখানে কর্মচারী দের ওয়ার্ক ফ্রম হোম করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোভিড এর পর হয়তো এই প্রথম কোনো রাজ্যে সরকারী দফতরের কর্মীরা এই নয়া শেডিউলে ডিউটি করবেন। এতে জ্বালানি সাশ্রয় হবে কিনা জানা নেই তবে, কর্মচারীদের উপর থেকে খানিকটা চাপ কমবে বৈকি। এই নয়া সিদ্ধান্তে সরকারী কর্মজীবী দের মাঝে একটা অপ্রকাশিত খুশির আমেজ আছে বটে। তবে জ্বালানি সাশ্রয় এর চিন্তা ভাবনা কে হেলায় ঠেলে একাংশ যে কালোবাজারি তে মেতে উঠেছে তাদের দমাতে সরকার কি পদক্ষেপ নেবে সেটাও থাকছে প্রশ্ন!

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি : ২৩৭০৫৩৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৫৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ : ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিফার্স : ৯৮৬২৭৯৭৩২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাব ৮৭৯৪১৬ ৮ ২৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৫৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি : ২৩২-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৭৭৪৫১৭৫৩৮, তরুণ সংঘ : ৮৮৩৭৩০৩৪৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫০৩৫৭৮। শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৭৯২৭১৯৪, ইন্টিগ্রেটেড ইয়ুথস অব ত্রিপুরা : ৯৪৩৬৪৯১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৫৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৩৫৩২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিফার্স : ৮৮৩৭০৩৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭৯৪১১১২৩৩, আমরা ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৪/৯৪৩৬৪৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার : ৯৮৬৩৫৪৪৭৭৫, ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন : ১০১/ ২৩২-৫৬৫০, বাধারঘাট : ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ : পশ্চিম থানা : ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৮৩, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৪৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ : ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া : ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫।

মোবাইলে চোখ!

বিনোদন থেকে প্রয়োজন মেটে মোবাইলেই। কাজ, কাজ ফুরোলো অবসর চোখ সরে না মোবাইল অথবা ল্যাপটপের পর্দা থেকে। যত ক্ষণ ঘুম তত ক্ষণ বিশ্রাম। তার পরে আর চোখের বিরাম নেই। দিনের পর দিন অতিরিক্ত পরিশ্রমের প্রভাব পড়তে পারে চোখেও।দৃষ্টিশক্তি

কমে আসার আগেই, চোখের যত্ন প্রয়োজন। কিন্তু কী ভাবে? বাড়িতে বড়রা ছোটদের বলেন গাজর, দুধ, শাকসব্জি খেতে। ভিটামিন এ খেলে চোখের জ্যোতি বাড়বে। কিন্তু শুধু কি পুষ্টিকর খাবার খেলেই হবে? আর কী ভাবে চোখ ভাল থাকবে?

মুম্বইয়ের চক্ষুচিকিৎসক জয় গোয়েল বলছেন, দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতে বেশ কয়েকটি বিষয় জরুরি। চোখের সমস্যা দূর করার জন্য মোবাইলের পর্দায় চোখ রাখার সময় যেমন বেঁধে ফেলতে হবে, তেমনই রয়েছে বেশ কিছু নিয়মও।

১. চোখের সমস্যা থাক বা না থাক নিয়ম করে ছোট থেকে বড় সকলকেরই চিকিৎসকের গিয়ে চোখ পরীক্ষা করানো জরুরি। ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, গ্লকোমার মতো সমস্যা শুরুতে ধরা পড়লে চিকিৎসা অনেক সহজ হয়।

২. নোংরা হাতে বার বার চোখ রগড়ানো, অন্যের প্রসাধনী, তোয়ালে ব্যবহার করা একেবারেই ঠিক নয়। এতে এক জনের থেকে অন্যের সংক্রমণ ঘটতে পারে। চোখ লাল হওয়া, জল পড়ার মতো সমস্যা হলেও সাবধান হতে হবে।

৩. সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগনি রশ্মি চোখের ক্ষতি করে। চশমা বা সানগ্লাসে ইউভিএ, ইউভিবি থেকে সুরক্ষার জন্য পরত থাকা দরকার।

৪. স্ক্রিন টাইম বা কম্পিউটারের পর্দায় চোখ রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হলে ২০-২০-২০ রুল অনুসরণ জরুরি। এই নিয়ম বলছে ২০ মিনিট অন্তর ২০ সেকেন্ড ধরে ২০ ফুট দূরত্বের কোনও কিছু দেখতে হবে। চোখের সামনে খোলা জানালা থাকলে সে দিকে তাকিয়েও ২০ সেকেন্ড বিরতি নেওয়া যায়।

৫. চোখের জ্যোতি বাড়াতে ভিটামিন এ, সি,ই, ক্যালশিয়াম, জিঙ্ক-সহ খনিজ রাখতে হবে খাদ্যতালিকায়। খেতে হবে মাছ, শাকসব্জি। পাশাপাশি চোখের জল যাতে শুকিয়ে না যায়, সে জন্য নিয়ম করে মাপমতো জল খাওয়াও জরুরি।

জয় করাই হোক সবার লক্ষ্য

সুব্রত দে

দিন দিন অসংক্রামক ব্যাধির সংখ্যা বেড়েই চলছে, ক্যান্সার তার মধ্যে অন্যতম। উন্নত বিশ্বে মৃত্যুর কারণসমূহের মধ্যে ক্যান্সার দ্বিতীয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তৃতীয়। ক্যান্সার শব্দটি শুনলে যে কেউ আঁতকে ওঠেন। অনেকের দৃষ্টিতে ক্যান্সার মানেই মৃত্যু। এক সময় মনে করা হতো ক্যান্সারের কোনো অ্যানসার (উত্তর) নেই। কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে এ ধারণাগুলো আর সত্য নয়। ক্যান্সারের চিকিৎসাও আর অজেয় নয়। শুরুতেই দ্রুত শনাক্ত করতে পারলে এ রোগের চিকিৎসা এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ সম্ভব। শুধু দরকার সময়মতো সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা গ্রহণ।

২০০০ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্যারিসে বিশ্ব ক্যান্সার সম্মেলনে দিনটিকে 'বিশ্ব ক্যান্সার দিবস' বা 'বিশ্ব ক্যান্সার সচেতনতা দিবস' বা 'বিশ্ব ক্যান্সার প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রতি বছর এই দিবসে একটি প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়। যেমন- 'আমরাই পারি রুখতে', 'কুসংস্কার পরিহার করুন', 'আমরা পারি, আমিও পারি'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য- 'ক্লোজ দ্য কেয়ার গ্যাপ', বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় 'আসুন, ক্যান্সার সেবায় বৈষম্য দূর করি'।

ক্যান্সার বলতে সাধারণভাবে জীবকোষের অনিয়ন্ত্রিত ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকেই বোঝায়। এ কোষগুলো স্বাভাবিক নয়, বরং পরিবর্তিত বিধায় দেহের সাধারণ নিয়মে এদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে খুব দ্রুত এসব কোষের পরিমাণ বাড়তে পারে, কখনো কখনো এগুলো টিউমার বা চাকার মতো তৈরি করে এবং একপর্যায়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ অস্বাভাবিক কোষগুলো সুস্থ স্বাভাবিক কোষগুলোকে ধ্বংস করে ও শরীরের স্বাভাবিক কার্যকলাপে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলো ধীরে ধীরে দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলোকে অকেজো করে দেয় এবং রোগী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

ক্যান্সারের কারণ : সাধারণত বয়স্কদের মধ্যেই ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। তবে ক্যান্সার যে কোনো বয়সেই হতে পারে। আবার কিছু কিছু ক্যান্সার অল্প বয়সেই হয়। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির মধ্যেও ক্যান্সারের পুরোপুরি কারণ এখনো জানা নেই। কিছু কিছু পারিপার্শ্বিক, পেশা, এমনকি জীবনযাত্রার পদ্ধতি বা কুঅভ্যাস ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। যেমন-(১) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধূমপান, তামাক জাতীয় দ্রব্য যেমন- সাদা পাতা, জর্দা, গুল সেবন।(২) দীর্ঘদিন মদ্যপানের অভ্যাস, শিরায় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ এবং অন্য সকল প্রকার নেশা।(৩) খাদ্যাভ্যাস, যেমন- খাদ্যে ফাইবারের অভাব, ভিটামিন বা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের অভাব, প্রিজারভেটিভ, কেমিক্যাল বা রংযুক্ত খাবার এবং আর্সেনিকযুক্ত পান।(৪) পরিবেশ দূষণ এবং কেমিক্যালের সংস্পর্শে আসা।(৫) বিভিন্ন ধরনের বিকীরণ, যেমন- সূর্যরশ্মি, অতি বেগুনি রশ্মি, এক্স-রে, কসমিক-রে ইত্যাদি।(৬) কর্মস্থল বা পেশাগত কারণে অনেকের ক্যান্সার হতে পারে, যেমন- রেডিয়েশন বা কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করা, অনেকক্ষণ রোদে থেকে কাজ করা, জাহাজ ভাঙার শ্রমিক, রং ও রাবার কারখানার কর্মী ইত্যাদি।(৭)

বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা অন্যান্য জীবাণুর দ্বারা ইনফেকশনের ফলে ক্যান্সার হতে পারে, যেমন- হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, এপস্টিন বার ভাইরাস, হ্যালিকোব্যাক্টর পাইলোরি, হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাস, এইডস ভাইরাস ইত্যাদি। সিস্টেসোমা জাতীয় জীবাণু মধ্যপ্রাচ্য বা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে মূত্রাশয় ক্যান্সারের কারণ হিসেবে বিবেচিত। (৮) অতিরিক্ত শারীরিক ওজন বা স্থূলতা।(১১) কিছু কিছু ওষুধ বা চিকিৎসা ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।(৯) অনিয়ন্ত্রিত যৌন সম্পর্ক, একাধিক যৌনসঙ্গী, পেশাদার যৌনকর্মীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ইত্যাদি।(১০) ক্রোমোজম বা জিনের কারণেও ক্যান্সার হতে পারে।(১১) নারীদের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি ব্রেস্ট বা স্তন ক্যান্সার। নির্দিষ্টভাবে কোনো কারণ জানা না থাকলেও কিছু কিছু ফ্যাক্টর স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়, যেমন- স্তন ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস, হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি, কম বয়সে মাসিক চক্র আরম্ভ বা তাড়াতাড়ি ঋতুস্রাব এবং দেরিতে মেনোপজ, জীবনে বাচ্চা না নেওয়া বা কখনো গর্ভবতী হয়নি বা অধিক বয়সে শিশু জন্ম দেওয়া যেমন- ৩০ বছর বয়সের পরে যাদের প্রথম সন্তান হয়েছে বা যারা বুকের দুধ পান করাননি তাদের স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি কিছুটা বেশি। বিকিরণের প্রভাব- যেমন মহিলারা বুকের এলাকায় অন্য ক্যান্সারের কারণে বিশেষ করে মাথা, ঘাড় বা বুকে রেডিওথেরাপি নিয়েছেন, বিশেষ করে অল্প বয়সে, তাদের পরবর্তী জীবনে স্তন ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

ক্যান্সারের লক্ষণ : ক্যান্সারের লক্ষণ নির্ভর করে কোথায় কী ধরনের ক্যান্সার হয়েছে তার ওপরে। অনেক ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণই থাকে না। দেখা গেছে যে, ক্যান্সার ছড়িয়ে যাওয়ার পরই তা ধরা পড়ে। তারপরও কিছু কিছু লক্ষণ বা উপসর্গ থাকলে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। যেমন-(১) সুস্থ ছিলেন, হঠাৎ কোনো কারণ ছাড়া ওজন কমে যাওয়া, অরুচি বা ক্ষুধামন্দা।(২) অতিরিক্ত দুর্বলতা, ক্লান্তি, রক্তাল্পতা, দাঁতের গোড়ায় বা নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ, চামড়ার নিচে জমাট রক্ত ইত্যাদি।(৩) শরীরে কোথাও চাকা বা গোটা দেখা দিলে বিশেষ করে গলা, বগলে, কুঁচকিতে, পেটে বা অন্যত্র।(৪) দীর্ঘদিন জ্বর থাকলে, বিশেষ করে যদি রাতের বেলা প্রচুর ঘাম দেয়।(৫) অনেক দিনের কাশি, যা সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হচ্ছে না, বিশেষ করে বয়স্কদের বেলায় এবং কাশির সঙ্গে রক্ত এলে, গলার স্বর ভেঙে গেলে বা কাশির সঙ্গে গলার স্বরের পরিবর্তন হলে।(৬) বয়স্কদের প্রস্রাব করতে সমস্যা হলে, ব্যথা হলে বা প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত গেলে।(৭) পায়খানার অভ্যাস পরিবর্তন হলে বা পায়খানার সঙ্গে রক্ত গেলে।(৮) খাবার গিলতে অসুবিধা বা ব্যথা, বদহজম, দীর্ঘদিনের পেট ব্যথা বা রক্তবমি, পেট ফোলা, চাকা অনুভব করা, জন্ডিস বাড়তে থাকা ইত্যাদি।(৯) মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের পরিবর্তন হওয়া, যাদের মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে তাদের আবার রক্তক্ষরণ হওয়া।(১০) মাথাব্যথা, মাথা ঘোরানো, খিঁচুনি, জ্ঞান হারানো, হঠাৎ বমি করা।(১১) চামড়ায় নতুন করে রঙের পরিবর্তন, তিলের আকার বা গড়ন পরিবর্তন হওয়া, কোনো ক্ষত বা ঘা অনেক দিন নিরাময় বা সেরে না যাওয়া।(১২) মুখে বা জিব্বায় কোন ক্ষত দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে।মনে রাখতে হবে যে, এসব লক্ষণ অন্য বিভিন্ন রোগের কারণেও হতে পারে। তাই এগুলো হলেই ক্যান্সার হয়েছে ভেবে কেউ যেন অযথা আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে পড়েন।ক্যান্সারের চিকিৎসা : অনেক ক্যান্সারই সময়মতো চিকিৎসায় নিরাময়যোগ্য। ক্যান্সারের প্রকারভেদে, কতটুকু ছড়িয়ে গেছে, কী কী সমস্যা করছে, রোগীর বয়স কত আর শারীরিক অবস্থা কেমন- এসবের ওপর ভিত্তি করে ক্যান্সারের নানারকমের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এজন্য চিকিৎসার আগেই বায়োপসি, টিস্যু পরীক্ষা, নানা রকমের স্ক্যান, রক্ত পরীক্ষা ইত্যাদি করা হয়। আবার অনেক ক্যান্সার চিকিৎসায় ভালো হয় না অথবা ছড়িয়ে গেলে চিকিৎসা করার আর উপায় থাকে না। সবচেয়ে বড় কথা ক্যান্সারের আধুনিক চিকিৎসা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যয়বহুল এবং দরিদ্র রোগীদের নাগালের বাইরে। এর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও অনেক বেশি। তাই চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধ করাই উত্তম। এক হিসাবে দেখা গেছে, বিশ্বের ১২ শতাংশ মৃত্যুর জন্য ক্যান্সারই দায়ী। তাই ক্যান্সার হওয়ার আগেই একে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। একটু সচেতন হলেই ক্যান্সারকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। ক্যান্সার নামক এই বিভীষিকার হাত থেকে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের দরকার যথাযথ শিক্ষা ও সচেতনতা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ক্যান্সারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কারণ জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং এগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এক-তৃতীয়াংশ ক্যান্সারের ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব। এ ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত-(১) ধূমপান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা। মনে রাখতে হবে ধূমপানে বিষপান। অন্যান্য তামাক জাতীয় দ্রব্য যেমন- সাদা পাতা, জর্দা, গুল ইত্যাদি ব্যবহার বন্ধ করা।(২) মদ্যপান, শিরায় ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণ এবং অন্য সকল প্রকার নেশা পরিহার করা।(৩) খাদ্যাভ্যাস সুন্দরভাবে অনুসরণ করা, যেমন- সুষম খাবার গ্রহণ, পর্যাপ্ত পরিমাণে আঁশ ও এন্টি অক্সিডেন্টযুক্ত খাবার খাওয়া, তাজা মৌসুমি ফলমূল ও শাকসবজি খাওয়া, চর্বিজাতীয় ও তৈলাক্ত খাবার কম খাওয়া, প্রিজারভেটিভ বা কেমিক্যালযুক্ত খাবার বর্জন, ফাস্টফুড ও কোমল পানীয় বর্জন, রঙিন খাদ্য ও পানীয় বর্জন ইত্যাদি। আর্সেনিকমুক্ত পানি পান নিশ্চিত করা।(৪) নিয়মিত হাঁটাচলা, ব্যায়াম এবং সঙ্গে খাদ্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শরীরের ওজন ঠিক রাখা।(৫) যারা কসমেটিক্স ব্যবহার করেন তারা যেন ভেজাল ও নিম্নমানের কসমেটিক্স পরিহার করেন।(৬) দীর্ঘসময় সরাসরি সূর্যের নিচে না থাকা উচিত, প্রয়োজনে ছাতা বা হ্যাট ব্যবহার করা ভালো।(৭) যৌনাভ্যাসের ক্ষেত্রে সামাজিক নৈতিকতা মেনে চলা। বহু যৌনসঙ্গী বা পেশাদার যৌনকর্মীর সঙ্গে যৌনকর্ম এবং অস্বাভাবিক যৌনাচার পরিহার করা।(৮) রক্তদান বা গ্রহণ অথবা যে কোনো ইঞ্জেকশন গ্রহণের সময় এবং এন্ডোস্কপি, কলোনোস্কপি ইত্যাদি পরীক্ষার সময় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা।(৯) বেশকিছু জীবাণুর বিরুদ্ধে টিকা নিয়ে ক্যান্সার প্রতিরোধ সম্ভব, যেমন- হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাসের টিকা ইত্যাদি।(১০) যেসব জীবাণু এবং রোগব্যাধি ক্যান্সার তৈরি করতে পারে তা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত নির্মূল করা।(১১) কর্মক্ষেত্রে ক্যান্সার তৈরিকারী রেডিয়েশন বা কেমিক্যালের সংস্পর্শ পরিহার করা। এ ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।(১২) পরিবেশ দূষণ, বিশেষ করে বায়ু ও দূষণ বন্ধ করা।

মানুষ অভ্যাসের দাস

এই সংসার এবং সমাজে দেখা যায়, অভ্যাসের দ্বারা মানুষ অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারন আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মানুষ যদি যত্নশীল হয়ে কোন ক্রিয়া অভ্যাস করে, আর সেই ক্রিয়ার ক্ষেত্র যদি অভেদ্য হয় অর্থাৎ যা ভেদ করতে পারা যায় না এমন অপ্রবেশ্য ক্রিয়া, সেই ক্ষেত্রেও মানুষ বিজয় পেতে পারে। এমন ঘটনার সাক্ষী অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে এমনকি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা বিজয়ের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না। বিগত দিনে পৃথিবীর মানুষের কাছে বড় বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল যে পৃথিবী থেকে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে পৌঁছাতে পারবে। সব মানুষের মধ্যে সমান শক্তি রয়েছে, কিন্তু কোন মানুষের জীবনে অভ্যুত্থান ঘটে, কোন মানুষের ঘটে না, কিন্তু সকল মানুষের সমান শক্তি রয়েছে। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারন আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যা বারবার অভ্যাসের দ্বারা এমন অনেক কিছু কর্ম আছে যে সেই মানুষ বিজয় পায়। ইহা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুতরাং এই প্রসঙ্গে কবির ভাষায় উল্লেখ

করা যেতে পারে যে, পাঁচজনে পারে যাহা তুমিও পারিবে তাহা, পার কি না পারো দেখ একবার একবারে না পারিলে দেখ শত বার"। সুতরাং এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মানুষ অভ্যাসের দাস সেটা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে, বিগত দিনে মানুষ কখন ভাবে নিয়ে পৃথিবী থেকে মানুষ চন্দ্রের বিজয় পারে। বর্তমান সভ্য সমাজ ব্যবস্থায় সেটা দেখা গেছে ভারতের বিজ্ঞানীগন চন্দ্রযান পাথিয়ে একবারে বিজয় না পেলেও দ্বিতীয় বার বিজয় পেয়েছেন ভারতের বিজ্ঞানীগন। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারন আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে অনুশীলনের দ্বারা মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। সেই অভিজ্ঞাতা মানুষের কর্ম অভ্যাসের দ্বারা অর্জিত হয়, সেটা অস্বীকার করা যায় না। ইহা ছাড়া খেলার মাঠে অভ্যাসের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ধরা যাক ফুটবল খেলা দু-পক্ষে এগারো জন করে খেলোয়ার প্রদর্শনী খেলা খেলছেন আর দর্শক সেই খেলা উপভোগ করেন। খেলায় হার জিত থাকাটা খেলার স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে পড়ে। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারন আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে দুই দলের খেলোয়ারের মধ্যে দুই একজনের খেলার প্রদর্শন অতি চমৎকার এবং বিস্ময়ের ও বলা যেতে পারে কারন সেই দুই এক জনের অনুশীলন চর্চা স্বভাবে পরিণত করেছে, আর সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চায় করতে বহু অভ্যাস করতে হয়েছে, যার কারনে বলা সেই সব খেলোয়ারের নিয়ন্ত্রণে থাকে, এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও ভালো খেলা প্রদর্শন করতে পারে। ইহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকার কারন আছে বলে মনে হয় না সুতরাং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে মানুষ জীবনের যে কোন পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারে অথবা জীবনের যে কোন খেলায় বিজয় পেতে পারে, যদি মানুষের অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হয়। ইহা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুতরাং মানুষ অসাধ্যকে সাধন করতে পারে। স্বভাবতই বলা যেতে পারে মানুষ অভ্যাসের দাস।

দীর্ঘ টানাপড়েনের অবসান

গণনার ১০ দিন পরে কেরলের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি ঃ অবশেষে কেরলের নতুন মুখ্যমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করল কংগ্রেস। দক্ষিণের এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভিডি সতীশনকে বেছে নিয়েছেন কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক করে সতীশনের নাম ঘোষণা করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা কেরলের দায়িত্বপ্রাপ্ত দীপা দাশমুন্সি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন, মুকুল ওয়াসনিক এবং জয়রাম রমেশ।

কেরলে ১০২টি আসনে জয়ী হয়েছে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন জোট ইউডিএফ। অথচ ভোটগণনার পর থেকে ১০ দিন কেটে গেলেও এই রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, তা স্থির করতে পারছিলেন না কংগ্রেস নেতৃত্ব। গত বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সতীশন ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে ছিলেন কংগ্রেস সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল এবং বর্ষীয়ান নেতা রমেশ চেন্নিতালা।

এর আগে কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছিল যে, কংগ্রেস পরিষদীয় দল মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বেণুগোপালের নাম প্রস্তাব করেছে। কিন্তু বিধায়কদের একাংশ আবার সতীশনকে মুখ্যমন্ত্রী করার দাবি জানান। এই অংশটির যুক্তি ছিল ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ইউডিএফ এবং কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয়ের পর দলকে জয়ের রাস্তায় ফিরিয়েছেন সতীশনই। শেষমেশ এই সতীশনকেই বেছে নিল কংগ্রেস।

সতীশন বিধায়ক হিসাবে একাধিক বার নির্বাচিত হয়েছেন। কেরলের এর্নাকুলাম জেলার পারাভুর কেন্দ্রের বিধায়ক তিনি। দলের নিচুতলার কর্মীদের কাছে জনপ্রিয় সতীশন।

শক্তিশালী ঝড়ে লন্ডভন্ড উত্তরপ্রদেশের ৩০ জেলা! ২৪ ঘণ্টায় মৃত ৮৯, আহত অনেকে, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু প্রয়াগরাজে

নয়াদিল্লি ঃ ঝড়বৃষ্টিতে লন্ডভন্ড অযোধ্যা, বারাণসী এবং গাজিয়াবাদ-সহ উত্তরপ্রদেশের ৩০ জেলা। কোথাও ৬০-৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়, তার সঙ্গে কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হয়েছে। আর এই ঝড়বৃষ্টির কারণে গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্য জুড়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৯ জনের। তবে মৃত্যুর সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ৫০ জনেরও বেশি। বরেলীতে ঝড়ে টিনের একটি ছাউনি-সহ এক ব্যক্তিকে ৪৫ ফুট উঁচুতে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ১০০ মিটার দূরে ফেলে। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। প্রশাসন সূত্রে খবর, ঝড়বৃষ্টির দাপটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে প্রয়াগরাজ, প্রতাপগড়, ভদোহী, ফতেহপুর, উন্নাও, কানপুর দেহাত, চন্দৌলি, সোনভদ্র এবং বদায়ুঁতে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে উদ্ধারকাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জেলা প্রশাসনগুলিকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আহতদের চিকিৎসা এবং মৃতদের পরিবারগুলিকে সব রকম ভাবে সহযোগিতা করার কথা বলেছেন।রাজ্য প্রশাসন জানিয়েছে, সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে প্রয়াগরাজে। সেখানে ১৭ জন মারা গিয়েছেন। তার পরেই রয়েছে ভদোহী। সেখানে মৃত্যু হয়েছে জনের। ফতেহপুরে মৃত ৯, বদায়ুঁতে ৫, প্রতাপগড়ে ৪, চন্দৌলি এবং কুশীনগরে দু'জন করে মারা গিয়েছেন। সোনভদ্রতে এক জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রয়াগরাজ। সেখানে হান্ডিয়া এলাকায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। ফুলপুরে তিন জন, সোরাওয়ে তিন, মেজায় দু'জন এবং সদরে এক জনের মৃত্যু হয়েছে ঝড়ের কবলে পড়ে।

শুধু ঝড় নয়, ৩০টি জেলাতে গত ২৪ ঘণ্টায় ভারী বৃষ্টিও হয়েছে। মথুরা, উন্নাও এবং প্রয়াগরাজে ঝড়ের পাশাপাশি শিলাবৃষ্টিও হয়েছে। গাছপালা, বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর কাঁচাবাড়ি। এ ছাড়াও ফসলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বিভিন্ন জেলায়। গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে কোনও কোনও জেলায়। দেওরিয়া, বারাবঁকী, সীতাপুরে ২০০০ গ্রাম বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে।

বাণিজ্যিক গাড়িতে বাম্পার মুনাফায় লভ্যাংশ সুপারিশ, অতিরিক্ত টাকায় পকেট ভরাবে টাটা মোটর্সের স্টক!

নয়াদিল্লি ঃ টাটা মোটর্স বাণিজ্যিক গাড়ির শেয়ারে লগ্নিকারীদের জন্য সুখবর। স্টকপ্রতি চার টাকা করে চূড়ান্ত লভ্যাংশ পাবেন তাঁরা। বুধবার, ১৩ মে গত আর্থিক বছরের (পড়ুন ২০২৫-'২৬) চতুর্থ ত্রৈমাসিকের (জানুয়ারি থেকে মার্চ) ফলাফল ঘোষণা করে দেশের ঐতিহ্যবাহী এই গাড়িসংস্থা। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, কর-পরবর্তী তাদের মুনাফার অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫ শতাংশ। সংশ্লিষ্ট ফলাফলের সঙ্গেই লভ্যাংশ সুপারিশ করায় লগ্নিকারীদের মুখের হাসি যে চওড়া হয়েছে, তা বলাই বাহুল্য।

বুধবার, ১৩ মে চতুর্থ ত্রৈমাসিকের ফলাফলে টাটা মোটর্স জানায়, সব মিলিয়ে কর-পরবর্তী কালে ১,৮০০ কোটি টাকা মুনাফা করেছে তাঁরা। শুধু তা-ই নয়, এই সময়সীমার মধ্যে গাড়ি বিক্রি বেশি হওয়ায় বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁদের নিট মুনাফাও। পাশাপাশি, ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের চতুর্থ ত্রৈমাসিকের নিরিখে ১৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থাটির সমন্বিত রাজস্বের পরিমাণ পৌঁছেছে ২৬,১০০ কোটিতে।

এ বছরের প্রথম তিন মাসে টাটা মোটর্সের সুদ, কর, অপচয় ও অন্যান্য খরচ পূর্ববর্তী সূচক ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চের তুলনায় ১৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, শতাংশের বিচারে যা ১৩.১। এ ছাড়া সুদ ও কর-পূর্ববর্তী আয় ২৩০ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে হয়েছে ১১.৫ শতাংশ। পাশাপাশি, কর ও বিশেষ আইটেম বাদ দিয়ে মুনাফার অঙ্ক ২৯ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে ২,৪০০ কোটি টাকা হয়েছে। চতুর্থ ত্রৈমাসিকের রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, টাটা মোটর্সের বাণিজ্যিক যানের পাইকারি বিক্রি গত বছরের (২০২৫ সাল) জানুয়ারি-মার্চের তুলনায় ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৬ সালে এই সময়সীমায় মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার বাণিজ্যিক যান বিক্রি করেছে দেশের ঐতিহ্যবাহী এই গাড়িসংস্থা। ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরে ১৪ শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে তাঁদের পাইকারি গাড়ি বিক্রির সূচক। সব মিলিয়ে গত অর্থবর্ষে মোট ৪ লক্ষ ২৮টি গাড়ি বিক্রি করেছে টাটা মোটর্স।

গত আর্থিক বছরে (২০২৫-'২৬) ১২ থেকে ৫৪ শতাংশ পর্যন্ত রফতানি বাড়িয়েছে দেশের ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠান। বাণিজ্যিক যানের ক্ষেত্রে ভারতের বাজারে ৩৫.৭ শতাংশ দখলে রাখে টাটা মোটর্স। এ ছাড়া জানুয়ারি-মার্চের মধ্যে ভারী যানের ৫৫ শতাংশ, মাঝারি ও হালকা যানের ৩৯.৫ শতাংশ, ছোট বাণিজ্যিক যানের ২৬.৮ শতাংশ এবং যাত্রিবাহী যানের ৩৬.৪ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছিল তাঁরা।

বুধবার বাজার বন্ধ হলে দেখা যায় বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে (বিএসই) ৩৮৪.৩৫ টাকায় দৌড় থামিয়েছে টাটা মোটর্স। ০.৭৪ শতাংশ পড়েছে স্টকটির দাম। গত বছর (২০২৫ সাল) ভারত-আমেরিকা শুল্ক সংঘাতের সময় হু-হু করে পড়েছিল টাটাদের গাড়িসংস্থার শেয়ার সূচক, যা অচিরেই ঊর্ধ্বমুখী হবে বলে আশাবাদী আর্থিক বিশ্লেষকদের একাংশ।

কমছে আমদানির উৎস, কয়লা-ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদনে তাই নজর সরকারের! ৩৭,৫০০ কোটি টাকার প্রকল্পে ছাড়পত্র

নয়াদিল্লি ঃ পরিচ্ছন্ন জ্বালানি উৎপাদন বাড়ানো এবং বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের লক্ষ্যে কয়লা-ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদনে নজর দিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার। এ সংক্রান্ত প্রকল্পকে উৎসাহ দিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বুধবার ৩৭,৫০০ কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার অর্থনীতি বিষয়ক কমিটির বৈঠকের পরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, "এই প্রকল্পের জন্য ৩৭,৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এতে প্রায় ৩,০০০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হবে। ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টন কয়লা থেকে গ্যাস উৎপাদনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পগুলি স্থাপন করা হবে।"প্রসঙ্গত, শিল্প-প্রযুক্তির পরিভাষায় কয়লা-ভিত্তিক গ্যাস উৎপাদনকে 'কোল গ্যাসিফিকেশন' বলা হয়। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে কয়লাকে সরাসরি না পুড়িয়ে উচ্চ তাপমাত্রা ও চাপে বাষ্প এবং সীমিত অক্সিজেনের উপস্থিতিতে প্রক্রিয়াকরণ করে 'সিনগ্যাস' বা 'সিন্থেসিস গ্যাস' উৎপাদন করা হয়। এই প্রক্রিয়া মিথানল, সার, হাইড্রোজেন এবং রাসায়নিক উৎপাদনে সহায়তা করে, ফলে আমদানিকৃত তেল (৮৩ শতাংশ), মিথানল (৯০ শতাংশের বেশি) এবং অ্যামোনিয়া (১৩-১৫ শতাংশ)-এর উপর নির্ভরতা কমে।

কয়লাকে গ্যাসীয় জ্বালানিতে রূপান্তরের এই আধুনিক পদ্ধতি চালু করলে দেশের জ্বালানি ক্ষেত্রে আমদানি-নির্ভরতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র। ইরান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তেল ও গ্যাসের আমদানি বাড়ন্ত হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদী ইতিমধ্যেই দেশবাসীর কাছে জ্বালানি সাশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছেন।

কাশ্মীরে গাড়ির মধ্যে অসুস্থ প্রৌঢ়! দৌড়ে গেলেন ভারতীয় জওয়ানেরা, প্রাণ বাঁচালেন দেবদূতের মতো, ভাইরাল ভিডিয়ো

নয়াদিল্লি ঃ জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি। প্রাণ বাঁচালেন সিআরপিএফ জওয়ানেরা। সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে জম্মু এবং কাশ্মীরের স্পর্শকাতর এলাকায় মোতায়েন নিরাপত্তাবাহিনী প্রায়শই সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান এবং নিরাপত্তা কর্তব্যের জন্য পরিচিত। তবে এ বার সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) কর্মীরা এমন একটি কাজ করেছেন যা মানুষের মন জয় করে নিয়েছে। জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কে হঠাৎ হৃদ্রোগে আক্রান্ত এক ব্যক্তির জন্য সিআরপিএফ কর্মীদের দ্রুত এবং বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপ ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি জম্মু এবং কাশ্মীরের বিজবেহারা এলাকার কাছে জম্মু-শ্রীনগর মহাসড়কে ঘটেছে। সেই সময় সিআরপিএফ-এর ৯০তম ব্যাটালিয়নের জওয়ানেরা 'রুট ওপেনিং পার্টি' (আরওপি) ডিউটিতে ছিলেন। হঠাৎ করেই

ওই জওয়ানেরা এক ব্যক্তিকে গাড়ির মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখেন। দৌড়ে যান তাঁরা। চিকিৎসককেও খবর দেওয়া হয়। খবর, চিকিৎসাদলের জন্য অপেক্ষা না করেই সেনারা ঘটনাস্থলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে শুরু করেন ওই ব্যক্তিকে। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন তাঁরা। ওই ব্যক্তির অবস্থা যাতে আরও খারাপ না হয়, সে জন্যও নির্দিষ্ট পদক্ষেপ করেন সেনা জওয়ানেরা, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়। চিকিৎসা সহায়তা না আসা পর্যন্ত ওই ব্যক্তির অবস্থা স্থিতিশীল ছিল বলেও খবর। সেই ভিডিয়োই প্রকাশ্যে এসেছে। ভাইরাল ভিডিয়োটি পোস্ট করা হয়েছে 'মাইক লিমা' নামের এক্স হ্যান্ডল থেকে। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ দেখেছেন সেই ভিডিয়ো। লাইক এবং কমেন্টের বন্যা বয়ে গিয়েছে। ভিডিয়োটি দেখার পর ওই জওয়ানদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন নেটাগরিকেরা। কুর্নিশও জানিয়েছেন। এক নেটাগরিক ভিডিয়োটি দেখার পর লিখেছেন, "সবচেয়ে বেশি যা আমাকে মুগ্ধ করেছে তা হল, সৈন্যরা পুরো সময় শান্ত এবং পেশাদার ছিলেন।" অন্য এক জন লিখেছেন, "এটাই প্রকৃত মানবতা।"

দিল্লিতে 'ব্রিক্স' সম্মেলনে বেশি গুরুত্ব পেতে পারে ইরান যুদ্ধ ও জ্বালানি-উদ্বেগ!

নয়াদিল্লি ঃ দিল্লিতে দু'দিনের 'ব্রিক্স' সম্মেলেন সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতে পারে ইরান যুদ্ধ এবং জ্বালানি-উদ্বেগ। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে 'ব্রিক্স'-এর বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠক। আন্তর্জাতিক এই গোষ্ঠী ভারত, রাশিয়া, চিনের পাশাপাশি রয়েছে ইরানও। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি ইতিমধ্যে ভারতে পৌঁছে গিয়েছেন। উদ্ভূত কূটনৈতিক পরিস্থিতিতে আরাঘচির উপস্থিতি এই বৈঠকের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক এই জোটে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার পর আমেরিকার 'বন্ধুরাষ্ট্র' সংযুক্ত আরব আমিরশাহি লক্ষ্য করেও ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন ছুড়েছিল তেহরান। এ অবস্থায় দু'দিনের এই বৈঠকে কী কী বিষয় উঠে আসে, তা নিয়ে কৌতূহল বৃদ্ধি পেয়েছে কূটনৈতিক মহলে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন সময়ে 'ব্রিক্স' প্রসঙ্গে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। শুল্কনীতি নিয়ে সংঘাতের জেরে 'ব্রিক্স'কে 'আমেরিকাবিরোধী' বলেও আক্রমণ শানিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ঘটনাচক্রে, দিল্লিতে 'ব্রিক্স'-এর এই বৈঠকও এমন একটি সময়ে হচ্ছে যখন ট্রাম্প চিন সফরে গিয়েছেন। ট্রাম্পের সফরের কারণে চিনা বিদেশমন্ত্রী 'ব্রিক্স'-এর বৈঠকে থাকতে পারছেন না। তাঁর বদলে থাকবেন চিনা রাষ্ট্রদূত শি ফেইহং।'ব্রিক্স'-এর বৈঠকে সদস্য দেশগুলির পারস্পরিক স্বার্থের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিষয়গুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে বৈঠকে। ইরানের বিদেশমন্ত্রী আরাঘচি বুধবার বেশি রাতের দিকে দিল্লিতে পৌঁছে গিয়েছেন। রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সার্গেই লাভরভও বুধবার সন্ধ্যায় পৌঁছে গিয়েছেন দিল্লিতে। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে বুধবার দেখাও করেন তিনি। ওই বৈঠকেও জ্বালানির প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। লাভরভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে জয়শঙ্কর জানান, এই অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতার মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনা এবং তার জেরে হরমুজ প্রণালীতে তৈরি হওয়া অস্থিরতার ফলে গোটা বিশ্বে জ্বালানি তেল এবং গ্যাসের বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। যে দেশগুলি অন্যের কাছ থেকে তেল ও গ্যাস আমদানি করে, তাদের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। সেই তালিকায় রয়েছে ভারতও। এ অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ার এই পরিস্থিতি বৃহস্পতি-শুক্রের বৈঠকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক ভাবে ব্রাজিল, রাশিয়া, চিন এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে এই আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীটি গঠিত হয়েছিল। পরে জোটের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এখন মিশর, ইথিওপিয়া, ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহিও এই জোটের মধ্যে রয়েছে।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয়, একসঙ্গে কাজ হোক! বৈঠকে ট্রাম্পকে বললেন জিনপিং, বেজিঙের সঙ্গে শৈত্য কাটাতে চান মার্কিন প্রেসিডেন্টও

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকা এবং চিন দুই দেশই চাইছে নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক মসৃণ করতে। প্রাথমিক কথাবার্তায় তেমনই আভাস দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। দু'দেশ যাতে একে অন্যকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী না ভাবে, ট্রাম্পের উদ্দেশে সেই বার্তাই দিয়েছেন জিনপিং। তিনি চাইছেন, দু'দেশ একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক। চিনা প্রেসিডেন্টকে নিজের 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন ট্রাম্পও। জানিয়েছেন, জিনপিঙের বন্ধু হতে পেরে তিনি সম্মানিত। বৃহস্পতিবার সকালেও লাল গালিচা পেতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানালেন চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বেজিঙের তিয়েনানমেন স্কোয়ারে 'গ্রেট হল অফ দ্য পিপল'-এ দুই রাষ্ট্রনেতা বৈঠকে বসেছেন। সকালে সেখানে ট্রাম্পকে স্বাগত জানানোর জন্য আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন চিনা প্রেসিডেন্ট। দুই নেতা সেখানে করমর্দন করেন। তার পরে 'গ্রেট হল অফ দ্য পিপল'-এ প্রবেশ করেন। লাল গালিচা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে ট্রাম্প এবং জিনপিঙের শারীরিক ভাষাও ছিল দৃশ্যত বন্ধুত্বপূর্ণ।বৈঠক শুরুর পরে প্রাথমিক আলোচনায় জিনপিঙের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, "আপনার বন্ধু হতে পেরে আমি সম্মানিত।" চিনা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎও এক 'পরম সম্মানের বিষয়' বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, "এই বৈঠকে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্বেরা (শিল্পপতিরা) উপস্থিত রয়েছেন আপনাকে সম্মান জানাতে।" বেজিঙের এই বৈঠক 'এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় শীর্ষ সম্মেলন' বলেও ব্যাখ্যা করেন ট্রাম্প।ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে ইতিবাচক ফল নিয়ে আশাবাদী জিনপিংও। তিনিও ট্রাম্পকে বলেন, "আসুন, আমরা একসঙ্গে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি। গোটা বিশ্ব আমাদের এই বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।" মার্কিন প্রেসিডেন্টের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, "আমাদের একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পরস্পরের সঙ্গী হওয়া উচিত। আমাদের উচিত একে অপরকে সফল ও সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করা। বর্তমান যুগে প্রধান শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি কী ভাবে একে অপরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে সহাবস্থান করতে পারে তার সঠিক পথের সন্ধান করা উচিত।" প্রায় ৯ বছর পরে কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্ট সরকারি সফরে বেজিঙে গিয়েছেন। এর আগে ২০১৭ সালে শেষ বার চিন সফরে গিয়েছিলেন ট্রাম্প। গত বছরের শুল্ক উত্তেজনার পরে ট্রাম্পের এই সফরে ওয়াশিংটন-বেজিং কূটনৈতিক সম্পর্ক কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে কৌতূহলী গোটা বিশ্ব। তবে বৈঠকে বসার আগে বিশ্বের দুই প্রধান শক্তিধর দেশের রাষ্ট্রনেতার শরীরী ভাষা ছিল দৃশ্যত বন্ধুত্বপূর্ণই।তিন দিনের সফরে বুধবার বিকেলেই বেজিঙে পৌঁছে যান ট্রাম্প। এ বারের সফর যে ৯ বছর আগের সফরের তুলনায় কিছুটা আলাদা, সেই আভাস মিলেছিল ট্রাম্প বেজিঙের বিমানবন্দরে পৌঁছোনোর পর পরই। তাঁকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে পৌঁছে গিয়েছিলেন চিনা ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যাং জেং। গত বারের সফরে এমন উচ্চ পদমর্যাদার কোনও নেতাকে পাঠানো হয়নি বিমানবন্দরে।

রাজ্যকে সারচার্জ না দিয়ে বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারবে না রেল, রায় ঘোষণা করে বলল সুপ্রিম কোর্ট

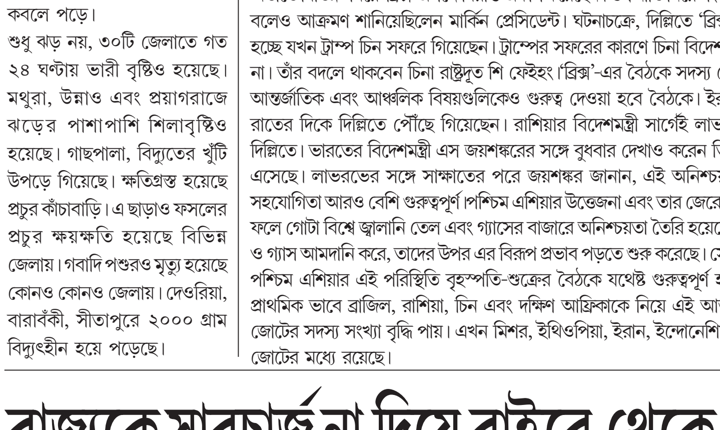

নয়াদিল্লি ঃ রাজ্যকে অতিরিক্ত টাকা না-দিয়ে বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারবে না ভারতীয় রেল। সস্তায় বাইরের সংস্থা থেকে বিদ্যুৎ নিতে হলে বড় গ্রাহক হিসাবে রেলকে অতিরিক্ত টাকা কর হিসাবে দিতে হবে। রায় ঘোষণা করে জানাল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার রায়, রেল বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা নয়। তারা বিদ্যুৎ কেনে অর্থাৎ, গ্রাহক। বড় গ্রাহক হিসাবে রেলের টাকায় অনেক গরিব মানুষ বিদ্যুতে ভর্তুকি পান। এ বার তারা বাইরে থেকে বিদ্যুৎ কিনতে চাইলে অতিরিক্ত টাকা দিতে হবে।

স্টেশন এবং ট্রেন চালানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে রেল। আগে রাজ্যের বিদ্যুৎ সংস্থাগুলি থেকেই তারা বিদ্যুৎ নিত। কেন্দ্রের নতুন নিয়মে বলা হয়েছে, বড় গ্রাহকেরা চাইলে অন্য কোম্পানি থেকেও বিদ্যুৎ কিনতে পারে। সেই অনুযায়ী রেল রাজ্যকে এড়িয়ে সরাসরি অন্য কোম্পানি থেকে বিদ্যুৎ কিনতে চাইছে। তারা মনে করছে, অন্য সংস্থার কাছ থেকে কম দামে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।রেলের ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ-সহ অনেক রাজ্য আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য, রেলের মতো বড় গ্রাহকদের রাজ্যের সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ কেনা উচিত। না হলে রাজ্যের বিদ্যুৎ সংস্থা ক্ষতির মুখে পড়বে। কারণ বড় গ্রাহকদের বিদ্যুৎ বিক্রি করে বেশি টাকা আয় হয়। সেই টাকায় গরিব বা কৃষকদের কম দামে বিদ্যুৎ দেওয়া যায়। তবে রেল চাইলে রাজ্যকে বাদ দিয়ে বাইরের সংস্থা থেকে বিদ্যুৎ কিনতে পারে। সে ক্ষেত্রে রেলকে অতিরিক্ত দু'টি কর দিতে হবে। 'ক্রস সাবসিডি সারচার্জ' এবং অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে রেলকে।রেলের যুক্তি, বড় গ্রাহকদের জন্য ওই নিয়ম সত্যিই প্রযোজ্য। কিন্তু কোনও বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার ক্ষেত্রে ওই নিয়ম কার্যকর হবে না। কয়েকটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বয়ংক্রিয় ভাবে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা হিসাবে ধরা হয়। তার মধ্যে রেলও পড়ে। তাদের নিজস্ব বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক, সাবস্টেশন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা রয়েছে। তাই রাজ্যের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনলেও, আইনে রেল বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা।সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, রেলকে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা হিসাবে বলা হলেও, তারা কোনও অধিকার চাইতে পারে না। সিগন্যাল, স্টেশন, লোকোমোটিভ এবং ট্রেন চালাতে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে রেল। অর্থাৎ, এটি রেলের নিজের অভ্যন্তরীণ ব্যবহার। রেল সাধারণ মানুষকে বিদ্যুৎ বিতরণ করে না। সুপ্রিম কোর্টের রায়, রেল নিজেই বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী। তারা অন্য কোনও গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে না। ফলে গ্রাহক হিসাবে অন্য সংস্থার কাছ থেকে বিদ্যুৎ নিতে গেলে অতিরিক্ত কর দিতে হবে রেলকে।

দলীয় বৈঠকে যোগ দিতে ত্রিপুরা সফরে দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ ত্রিপুরায় এক জরুরী বৈঠকে যোগ দিতে ১৩ই মে ত্রিপুরায় আসেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। এদিন বিমান বন্দর থেকে সোজা উদয়পুর স্থিত মাতা ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দিরে চলে যান উনি। এদিন সকালে আগরতলা এয়ারপোর্টে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানানোর জন্য ত্রিপুরার শাসকদল বিজেপির রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ বিধায়ক এবং অন্যান্য কর্মীরা ভিড় জমান। বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান বিজেপি সমর্থক এবং নেতৃত্বরা। পরে আগরতলা বিমানবন্দর থেকে সোজা উদয়পুর মাতার বাড়িতে চলে আসেন দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী। মাতা বাড়িতে পৌঁছে প্রথমে মায়ের মন্দিরে পূজা অর্চনা করেন। পরে মন্দিরের পাশে থাকা মহাদেব মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন মুখ্যমন্ত্রী। দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রীর মাতার বাড়ি

সফরকে কেন্দ্র করে মাতার বাড়ি চত্বরে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয় এদিন। মায়ের মন্দিরে পুজো দিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা চলে যান সোজা আগরতলায়। সেখানেই এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল বলে উনার এই আগমন বলে জানা যায়। অন্যদিকে মাতাবাড়ি মন্দির চত্বর নতুন ভাবে সংস্কারের ফলে যেভাবে দিনের পর দিন পর্যটক দের আনাগোনা বেড়েছে তা বেশ নজর কাড়ার বিষয়। রাজ্য ছাড়িয়ে গোটা দেশের কাছে আজ ত্রিপুরার মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পরিচিতি বাড়ছে। বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ দলীয় নেতৃত্ব এমনকি তারকা অভিনেতা অভিনেত্রী দের ও আনাগোনা বাড়ছে। আগামী দিন আরো ভিআইপি পর্যটক সংখ্যা বাড়তে পারে মাতা বাড়িতে এমনটাই মনে করছেন প্রশাসনিক মহল।

নিরন্তর খবরের জেরে বিলোনিয়া পুলিশের তৎপরতা তুঙ্গে

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ বিলোনিয়া মহকুমায় চলছে চুরির হিরিক। প্রশাসন একেবারেই বধির এবং ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করছে। গরু চুরি সহ মানুষের বাড়ি ঘর দোকান পাঠে হাত সাফাই করা এখন বিলোনিয়ায় আম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর পর কয়েকটি চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীরা অবরোধ থেকে শুরু করে ডেপুটেশন প্রদান করার পর গভীর উদবেগ প্রকাশ করেছেন আরক্ষা প্রশাসন এর বিরুদ্ধে। অবশেষে বিভিন্ন খবরের মাধ্যমে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই নড়ে চড়ে বসে আরক্ষা প্রশাসন। চুরি ও পাচার রোধে পুলিশ প্রশাসন রাতের বেলা কঠোর নজরদারি ও টহলদারি ব্যবস্থা নিয়ে মাঠে নামতেই একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ। রবিবার রাতের পুলিশের টহলদারি সেরে বিলোনিয়া থানাধীন ঝড়ঝড়ি এলাকাতে পুলিশ যানবাহন চেকিং করার সময়ট্র০৭১৮৭৩ নম্বরের একটি বুলেরু পিকআপ গাড়িকে সিগ্ন্যাল দেয়। গাড়ির চালক গাড়ি না থামিয়ে উল্টে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশও গাড়ির পিছু ধাওয়া করার পর কিছু দুর গিয়ে গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ত্রিশ কার্টুন কাপড় উদ্ধার করে। গাড়ির চালক এই মালপত্রের বৈধ কাগজ দেখাতে না পারায়, কাপড় বোঝাই বুলেরু পিক আপ গাড়িটি সহ গাড়ির চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গাড়ির চালককের নাম রুবেল হোসেন। বাড়ি সোনামুড়া কালাপানিয়া এলাকায়। ৩০ কার্টুনে মোট এক হাজার পাঁচশত শাড়ি উদ্ধার হয় এদিন। যার বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা বলে জানান বিলোনিয়া থানার ওসি সঞ্জিত সেন। এছাড়া তিনি আরো জানান, কাপড় বোঝাইট্র০৭১৮৭৩ নম্বরের বুলেরু পিকআপ গাড়ি টি সোনামুড়া থেকে ঋষ্যমুখের দিকে যাচ্ছিল। পাচারের উদ্দেশ্যে কাপড় গুলো নিয়ে আসা হয়। কে কে জড়িত তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২০০ পড়ুয়ার জন্য মাত্র একজন শিক্ষক, সাতসঙ্গম হাই স্কুলে ছাত্রদের বিক্ষোভ

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা ব্লকের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত সাতসঙ্গম হাই স্কুলে ভয়াবহ শিক্ষক সংকটকে কেন্দ্র করে বুধবার উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে ক্ষোভে ফুঁসতে থাকা ছাত্রছাত্রীরা এদিন সকাল থেকেই প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে স্কুল গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয় এবং সংলগ্ন সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদ জানায়। অভিযোগ, বিদ্যালয়ের মর্নিং সেকশনে প্রায় ২০০-রও বেশি ছাত্রছাত্রী থাকলেও বর্তমানে সেখানে রয়েছেন মাত্র একজন শিক্ষক-হেলাল আহমেদ। ফলে একজন শিক্ষকের পক্ষে এত সংখ্যক পড়ুয়ার পাঠদান, তদারকি ও দৈনন্দিন দায়িত্ব সামলানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে দাবি অভিভাবকদের। স্থানীয় এক অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, একজন শিক্ষক কীভাবে ২০০-র বেশি ছাত্রছাত্রীকে সামলাবেন? তিনি কি পড়াবেন, নাকি বাচ্চাদের দেখভাল করবেন? বহুবার শিক্ষা দপ্তরে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ আজ অনিশ্চয়তার মুখে। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যরাও পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষক শূন্যতার কারণে শিক্ষার পরিবেশ ভেঙে পড়ছে। সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা থেকে কার্যত বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ প্রশাসনের তরফে কার্যকর কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। এদিনের বিক্ষোভে ছাত্রছাত্রীরা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, লিখিতভাবে শিক্ষক নিয়োগের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। বৃষ্টির মধ্যেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা পথ অবরোধ চলায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অবশেষে ঘটনার খবর পেয়ে দুপুর প্রায় ১২ টা নাগাদ ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি আইএস অভিমুন্য মালাকার এবং ওএসডি সমীর দাস। তাঁরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে এক সপ্তাহের মধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর বেলা আনুমানিক দেড়টা নাগাদ অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয় ছাত্রছাত্রীরা। তবে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে-শুধুমাত্র আশ্বাসেই কি মিটবে সীমান্তের এই বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের শিক্ষক সংকট? নাকি আবারও প্রতিশ্রুতির আড়ালেই চাপা পড়ে যাবে পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ? এখন সেদিকেই তাকিয়ে সাতসঙ্গমের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহল।

কাপড় পাচার কালে বিলোনিয়া থানার হাতে আটক বোলেরো

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ *বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে চলছে চুরির হিরিক। পাশাপাশি গরু চুরি সহ পাচার কারীদের দৌরাত্ম্য। পর পর কয়েকটি চুরির ঘটনায় এলাকাবাসীরা অবরোধ থেকে শুরু করে ডেপুটেশন প্রদান করার পর গভীর উদবেগ প্রকাশ করেছে আরক্ষা প্রশাসন। বিভিন্ন খবরের মাধ্যমে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। চুরি ও পাচার রোধে পুলিশ প্রশাসন রাতের বেলা কঠোর নজরদারি ও টহলদারি ব্যাবস্থা নিয়ে মাঠে নামতেই একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে পুলিশ। রবিবার রাতে টহলদারি সেরে বিলোনিয়া থানাধীন ঝড়ঝড়ি এলাকাতে পুলিশ যানবাহন চেকিং করার সময় TR০৭১৮৭৩ নম্বরের বোলেরু পিকআপ একটি গাড়ি দ্রুত গতিতে আসার সময় পুলিশ থামানোর জন্য সিগন্যাল দেয়। গাড়ির চালক না থামিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুলিশও গাড়ির পিছু ধাওয়া করার পর কিছু দুর গিয়ে গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ত্রিশ কার্টুন কাপড় উদ্ধার করে। গাড়ির চালককে কাগজ পত্র দেখাতে বলার পর কাগজপত্র দেখাতে না পারায়, কাপড় বোঝাই বুলেরু পিক আপ গাড়িটি সহ গাড়ির চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গাড়ির চালককের নাম রুবেল হোসেন। বাড়ি সোনামুড়া কালাপানিয়া এলাকায়। ৩০ কার্টুনে মোট এক হাজার পাঁচশত শাড়ি পুলিশ উদ্ধার করে বলে খবর। যার বাজার মূল্য পাঁচ লক্ষাধিক টাকা বলে জানান বিলোনিয়া থানার ওসি সঞ্জিত সেন। এছাড়া তিনি আরো জানান, কাপড় বোঝাই TR০৭১৮৭৩ নম্বরের বুলেরু পিকআপ টি সোনামুড়া থেকে ঋষ্যমুখের দিকে যাচ্ছিল। পাচারের উদ্দেশ্যে কাপড় গুলো নিয়ে আসা হয়। এই পাচার কাণ্ডের সাথে আরও কেও জরিত কিনা তা খতিয় দেখছে পুলিশ।*

আইপিএল এর নামে জুয়ার আসর, শান্তির বাজারে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ জুয়ার ফাঁদে পরে সর্বশান্ত হয়ে পরছে যুব সমাজ। এরই মধ্যে আই পি এল খেলাকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন শান্তির বাজারের বিভিন্ন জায়গায় চলছে জুয়ার রমরমা ব্যাবসা। এক ফোন কলের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার জুয়া খেলার অভিযোগ উঠে আসছে। শান্তির বাজারে মিষ্টি দোকান থেকে শুরু করে কাশ পিতলের দোকান, পান এর দোকানে চলছে আই পি এল নামক জুয়ার রমরমা আসর এমনটাই অভিযোগ। এই সকল বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার উদ্দ্যোগ গ্রহন করতে দেখা যায়নি। এই জুয়ার প্রলোভনে পরে শান্তির বাজার, বাইখোড়া ও জোলাইবাড়ীর অধিকাংশ যুবক সর্বশান্ত হয়ে পরছে বলেই অভিযোগ উঠছে। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ কিছু সংখ্যক আরক্ষা দপ্তরের কর্মী জুয়ারী দের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে জুয়া খেলাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলছে। এর মধ্যে বিশেষ করে নাম উঠে আসছে শান্তির বাজার থানার ডি আই বি কর্মীর বিরুদ্ধে। জানা যায় ডি আই বির কর্মী মানিক এই সকল জুয়ারী ও শান্তির বাজার বি এস এফ ক্যাম্পে কয়েকজন অবৈধ মদ বিক্রেতা থেকে মাসে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করে এমনটাই অভিযোগ উঠে আসছে। সকলে চাইছে আরক্ষা প্রসাশন যেন এই ডি আই বির কর্মীর বিরুদ্ধে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহনকরে। না হলে মদের ও জুয়ার ফাঁদে পরে যুবসমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে। এখন দেখার বিষয় অবৈধ জুয়া খেলার বিরুদ্ধে প্রসাশন কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

আগরতলা রেল স্টেশান থেকে ১২ কেজি গাঁজা সমেত আটক এক

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ বুধবার আনুমানিক বিকাল ৩টা নাগাদ আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনের সামনের পার্কিং এলাকায়, আগরতলা আরপিএফ পোস্ট শৌচালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে ১২.৩৩৫ কেজি নিষিদ্ধ মাদক গাজা সমেত আটক হয় এক যুবক। সে বিশালগর নবি নগর এলাকার বাসিন্দা আমজাদ হোসেন বলে জানা যায়। তাঁর বাবার নাম লীলুয়ার হোসেন। একটি পিটঠু ব্যাগে করে সে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিলো। তার পিটঠু ব্যাগে তল্লাশি চালাতেই গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার হয়। যাতে মোট ১২.৩৩৫ কেজি গাঁজা ছিল বলে জানায় পুলিশ। যার কালো বাজারে মূল্য প্রায় ১.৫ লক্ষ টাকা বলে খবর। সেই অনুযায়ী পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে এবং নিষিদ্ধ গাঁজা জব্দ করেছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস এক্টে জিআরপিএস থানায় মামলা নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ।

কিশোরী ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সোনামুড়া থানায় মহিলা কংগ্রেসের ডেপুটেশন

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ গত ২৯ এপ্রিল চন্দনমুড়া গ্রামের এক ১৬ বছরের কিশোরীকে

ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করল প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাসের নিকট পাঁচ দফা দাবিসংবলিত ডেপুটেশন প্রদান করে সোনামুড়া জেলা মহিলা কংগ্রেস।

এদিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বানি ঘোষ চক্রবর্তী। তিনি অভিযোগ করে বলেন, দেশের যেসব রাজ্যে বিজেপি শাসিত সরকার রয়েছে, সেখানেই মহিলাদের উপর নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রিপুরাতেও মহিলাদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে বলে তিনি দাবি করেন। দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি না পাওয়ায় এ ধরনের অপরাধ বাড়ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।ডেপুটেশন জমা দেওয়ার আগে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা চন্দনমুড়া এলাকায় মৃত কিশোরীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং তার বাবার সঙ্গে কথা বলেন। পরে সোনামুড়া থানায় গিয়ে দাবি সনদ তুলে দেন থানার ওসির হাতে।এদিকে সোনামুড়া জেলা মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শেফিও পারভিন বলেন, এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনার বিরুদ্ধে সমাজের সব অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদে সামিল হতে হবে। তিনি বলেন, "বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে।

"মহিলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে উত্থাপিত পাঁচ দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করা, ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনও অপরাধী জড়িত রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট পেশ করা, মামলার সঠিক বিচার প্রক্রিয়ার জন্য সমস্ত মেডিক্যাল এভিডেন্স সংগ্রহ করা এবং বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন অভিযুক্তদের জেল হেফাজতে রেখে বিচার সম্পন্ন করা এবং ভিক্টিম যেন ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত না হয় তা নিশ্চিত করা। এদিনের প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট সুভদ্রা চক্রবর্তী, গৌরী মজুমদার এবং ধনপুর মহিলা ব্লক কংগ্রেসের সভানেত্রী পেয়ারাখাতুন-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব।

তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বাইসনের আনাগোনা পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র বিলোনিয়ার রাজনগর

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া মহকুমার রাজনগর এলাকায় অবস্থিত তৃষ্ণা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য বর্তমানে আবারও চর্চায় এসেছে লুপ্তপ্রায় প্রাণী বাইসনের উপস্থিতিকে ঘিরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঘেরা এই অভয়ারণ্য বহু বছর ধরেই রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। বিশেষ করে ভারতীয় গৌর বা বাইসনের সংরক্ষণ, মুক্ত বিচরণ এবং প্রজননের উদ্দেশ্যে সরকার এখানে গড়ে তুলেছে বিশেষ "বাইসন ন্যাশনাল পার্ক" এলাকা। বনদপ্তর সূত্রে জানা যায়, এক সময় এই অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় বাইসন দেখা মিললেও ধীরে ধীরে বনাঞ্চল সংকুচিত হওয়া, খাদ্যের অভাব এবং পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে এদের সংখ্যা কমে আসে। বর্তমানে তৃষ্ণা অভয়ারণ্যেই এখনো কিছুসংখ্যক বাইসন টিকে রয়েছে। তাদের সুরক্ষিত রাখতেই সরকার দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রতিবছর রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু পর্যটক এই অভয়ারণ্যে আসেন বাইসন দেখার আশায়। বিদেশি পর্যটকদের কাছেও এই স্থান যথেষ্ট জনপ্রিয়। শীতকাল এবং বর্ষার শুরুতে অভয়ারণ্যের মনোরম পরিবেশ পর্যটকদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। তবে বহু পর্যটকের অভিযোগ, অভয়ারণ্যে এসেও অনেক সময় বাইসনের দেখা মেলে না। স্থানীয় বনকর্মীরা জানান, বিশেষ করে মে, জুন এবং জুলাই মাসে খাদ্যের সন্ধানে বাইসনগুলি গভীর জঙ্গল ছেড়ে বিভিন্ন এলাকায় বিচরণ করতে থাকে। অনেক সময় তারা লোকালয়ের দিকেও চলে আসে। কারণ এই সময় জঙ্গলে পর্যাপ্ত ঘাস ও জল না থাকায় খাবারের সন্ধানে তাদের বনাঞ্চলের বাইরে বেরিয়ে পড়তে হয়। এতে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়, অন্যদিকে বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তাও প্রশ্নের মুখে পড়ে। রাজনগর ও আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, মাঝে মধ্যেই রাতের বেলায় বাইসনের দল ধানক্ষেত বা গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় দেখা যায়। যদিও এখনো পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই, তবুও বনদপ্তরকে আরও সক্রিয় হওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাইসনদের নিরাপদ রাখতে এবং লোকালয়ে প্রবেশ রোধে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি অভয়ারণ্যের ভেতরে খাদ্য ও পানীয় জলের ব্যবস্থা উন্নত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। পর্যটকদের জন্যও বিশেষ পর্যবেক্ষণ টাওয়ার এবং সাফারি ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

ধর্মনগরে প্রাক্তন অধ্যাপকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, ঘটনায় চাঞ্চল্য

খবরে প্রতিবাদ,১৪ মে ঃ *দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর নিজের বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন ধর্মনগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সুজিত চক্রবর্তী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। অসুস্থতার কারণে মানসিক চাপেও ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী ক্ষমা চৌধুরী। বহিরাজ্যে নিয়ে গিয়েও চিকিৎসা করানো হয়েছে। কিন্তু শারীরিকভাবে তিনি তেমন সুস্থ হতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন চিকিৎসকরা। তার পর থেকেই মানসিকভাবে আরো ভেঙে পড়েছেন বলে দাবি পরিবারের। আজ সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাস্থল থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে। সেখানে সুজিত চক্রবর্তী নিজের মৃত্যুর জন্য নিজেকেই দায়ী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করছে। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে শিক্ষক মহল ও এলাকাজুড়ে।*

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751